ভ্রান্ত মতবাদ সিরিজ-১

রেজভী ভ্রান্ত মতবাদ

ও প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বিদা

- নবি কারিম স. কি গায়েব জানতেন?
- নবি কারিম স. কি হাযির-নাযির ?
- নবি কারিম স. কি নূরের তৈরী?
- কিয়াম করার হুকুম কি?

এই সমস্ত প্রশ্নের প্রমাণ্য সমাধান কুরআন-হাদিসের অসংখ্য মূল ইবারতসহ দেখুন পৃষ্ঠা উলটায়ে.....

সংকলনে-

মুফতি আব্দুল হাই নাটোরী

সিনিয়র মুহাদ্দিস ও মুফতি

জামি'আ ছিদ্দীকিয়া ঈশ্বরদী, পাবনা।

E-mail : muftiabdulhai@gmail.com

ভ্রান্ত মতবাদ সিরিজ-১

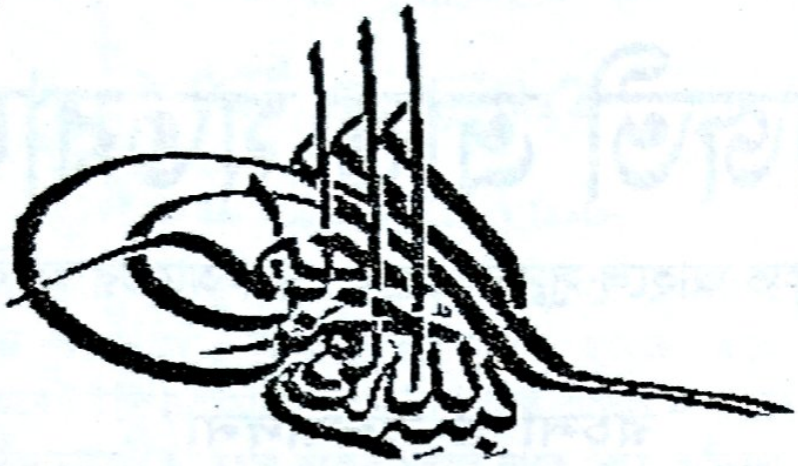

রেজভী ভ্রান্ত মতবাদ

ও প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বিদা

রচনা ও সম্পাদনা

মুফতি আব্দুল হাই নাটোরী

সিনিয়র মুহাদ্দিস ও মুফতি

জামি'আ ছিদ্দীকিয়া ঈশ্বরদী, পাবনা।

(ঈশ্বরদী ছিদ্দীকিয়া কওমিয়া মাদ্রাসা)

খতিব

আড়ামবাড়ীয়া বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ

ঈশ্বরদী, পাবনা

ও সাবেক প্রধান আরবি সাহিত্য সম্পাদক

রাহমানিয়া ছাত্র সংসদ ২০০৩ইং

E-mail : muftiabdulhai@gmail.com

রেজভী ভ্রান্ত মতবাদ

ও প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বিদা

রচনা ও সম্পাদনা
মুফতি আব্দুল হাই নাটোরী

প্রথম প্রকাশকাল ঃ ০৮ মার্চ, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ নভেম্বর-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
মুহাররম-১৪৩৭ হিজরী

প্রকাশক ঃ আস্-সুন্নাহ প্রকাশনী, ঈশ্বরদী, পাবনা
সর্বস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
কম্পোজ ঃ আবু নাবিলা ও উম্মে নাবিলা

অঙ্গসজ্জা ঃ তাছনীম এ্যারাবিক-বাংলা ডটকম.
মোবাইল- ০১৮১৮-৩৯ ৪৪ ৬০

মুদ্রণ ঃ শাহপীর চিশতী, কাদিগঞ্জ, রাজশাহী
মুদ্রণ কপি সংখ্যা- ১০০০

হাদিয়া- ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র

জামি'আ ছিদ্দীকিয়া ঈশ্বরদী, পাবনা-এর সম্মানিত মুহতামিম
হা. মাওঃ মুফতী শামসুদ্দীন বুখারী সাহেব (দা.বা.)-এর

বাণী ও দু'আ

حامدا ومصليا ومسلما اما بعد!

হক্ব বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। যুগ যুগ ধরে এ দ্বন্দ্ব চলে আসছে। কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তবে হক্বের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। চিরকাল হক্ব বিজয় হয়েছে, হবে। আর বাতিল পরাজিত হয়েছে, হবে। ইতিহাস সাক্ষি, যখনই যেখানে বাতিল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সেখানেই হক্কানী উলামায়ে কেরামগণ হক্বের মশাল হাতে নিয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান সময়ে আমাদের আশে-পাশে অসংখ্য বাতিল ফেরকা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে ঈমান হরণকারী, রেজভী ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসীরা অন্যতম। এরা সুন্নী নামের মুখোশ ধারণ করে সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে তাদের ঈমান আমল ধ্বংস করছে। তাদের মোকাবেলায় এ এলাকায় কলম ধরা বর্তমান সময়ের অপরিহার্য দাবি। এ দাবি পূরণের লক্ষ্যে আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের জামি'আর সুনামধন্য সিনিয়র মুহদ্দিস **আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুফতি আব্দুল হাই নাটোরী** সাহেব **"রেজভী ভ্রান্ত মতবাদ ও প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বিদা"** নামক একটি ছোট্ট কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করেছেন। আমি এই পুস্তিকাটি দেখেছি। লেখক পুস্তিকাটিতে প্রতিটি দাবির সপক্ষে অসংখ্য বিশুদ্ধ দলিলাদির সমাহার ঘটিয়েছেন। আশা করি বইটি যে কেনো অনুসন্ধানী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং পাঠককে নিয়ে যাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সঠিক ও বিশুদ্ধ আক্বিদা-বিশ্বাসের স্বর্ণমহলে ইনশাআল্লাহ। এছাড়াও লেখক ভ্রান্ত মতবাদের উপর ধারাবাহিক সিরিজ লেখার যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আমি তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। দু'আ করি মহান আল্লাহ তা'আলা যেন লেখকের কলমকে আরো ক্ষুরধার শানিত করেন, উত্তমরূপে কবূল করেন এবং তার সেই শানিত কলম থেকে হক্বের চশমা, নূরের ফুয়ারা ও হেদায়েতের ঝর্না জারি করেদেন এবং সাথে সাথে তার ইলেম ও আমলেও অভাবনীয় তারাক্কি দান করেন। আমীন ! ছুম্মা আমীন !!!

ইতি

হাফেজ মাওঃ মুফতি শামসুদ্দীন বুখারী

জামি'আ ছিদ্দীকিয়া ঈশ্বরদী, পাবনা-এর সিনিয়র মুহাদ্দিস ও সাবেক মুহতামিম মাও. মাহবুবুর রহমান রশীদী সাহেব (দা.বা.)-এর

বাণী ও দু'আ

انّ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد!

ধূর্ত ইংরেজরা সৈয়্যদ আহমদ রহঃ এবং তার সাথী-সঙ্গী শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কেরামকে ওয়াহাবী মতলম্বী হিসেবে আখ্যায়িত করে। আর এ কাজের জন্য তারা আহমদ রেজাখান বেরলভী ও তার দলকে ক্রয় করে নেয়। বেরলভী সম্প্রদায় মূলতঃ মুসলমানের মধ্য থেকে বাঁছাই করা সার্থন্বেষী এবং তোষামোদী লোকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দল। যার নেতা ছিলো মৌঃ আহমদ রেজাখান বেরলভী। এরা নিজেকে একমাত্র রাসুল প্রেমিক বলে দাবি করতো এবং স্বদেশী আলেমদের বিরুদ্ধে ছিলো অত্যন্ত তৎপর।

উলামায়েকেরাম যখন শিখ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়েছিলো তখন এরা তাদের মুকাবেলায় মেতে উঠেছিলো। এরাই ইংরেজদের প্ররচণায় হক্বপন্থী উলামায়ে কেরামকে ওয়াহাবী বলে প্রচারণা চালাতে থাকে এবং তারা নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বা সুন্নী দাবী করে থাকে। আহমদ রেজাখান ও তার অনুসারী রেজভী সম্প্রদায়ের কতিপয় কুফুরি, শিরকি ও ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস উন্মোচন করে আমার প্রিয় সহকর্মী, জামি'আ ছিদ্দীকিয়া ঈশ্বরদীর সুনামধন্য, নন্দিত সিনিয়র মুহাদ্দিস, **আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুফতি আব্দুল হাই নাটোরী** সাহেব **"রেজভী ভ্রান্ত মতবাদ ও প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বিদা"** নামে যে পুস্তিকাটি কুরআন ও সুন্নাহ এর অসংখ্য সুস্পষ্ট প্রমাণাদী দ্বারা সংকলন করেছেন আমি তা দেখেছি। খুবই চমৎকার ও নির্ভরযোগ্য হয়েছে আমার দৃষ্টিতে। আমি মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে কায়মন বাক্যে অন্তরের অন্তস্থল থেকে দু'আ করি- দয়াময় আল্লাহ তা'আলা যেন লেখকের এই দেখমতকে মকবুলিয়াতে'আম্মা দান করেন এবং তার ইলমি যোগ্যতাকে আরো বৃদ্ধি করে দেন। আর এ ধরণের আরো বহু গ্রন্থ রচনা করার তওফিক দান করেন। সর্বপরি এই গ্রন্থের মাধ্যমে সকলকে পূর্ণ ফায়দা হাসিল করার তওফিক দান করেন। আমীন ছুম্মা আমীন॥

ইতি

০১/১১/২০১৫

মাও. মাহবুবুর রহমান রশীদী

লেখকের কথা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حامدا و مصليا و مسلما اما بعد! فقد قال الله تعالى فى كلامه المجيد و فرقانه الحميد – وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [سورة الحشر: ٧] وقال النبى صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي (سنن الترمذي ٢٦/٥ رقم الحديث ٢٦٤١ باب ما جاء في افتراق الأمة، مشكوة المصابيح ٣٧/١ رقم الحديث ١٧١ باب الاعتصام بالكتاب والسنة، كنز العمال ١٠٥/٣٤ و١٢٣/٣٤ و ٧٤/١٦ رقم الحديث ٩٢٨ و ١٠٦٠ و ٣٠٨٣٧)

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ' বনি ইসরাইল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিলো আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি মাত্র দল ব্যতীত সকল দল জাহান্নামে যাবে। উপস্থিত সাহাবায়েকেরাম সবিনয় জিঙ্গাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই একটি দল কে? প্রত্যুত্তরে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্লেন 'আমি এবং আমার সাহাবায়েকেরামের আদর্শের উপর যারা প্রতিষ্ঠিত থাকবে কেবল মাত্র তারাই জান্নাতে যাবে (তিরমিযি শরিফ ৫/২৬ হাদিস নং ২৬৪১ ইফতেরাকুল উম্মাহ অধ্যায়; মিশকাত শরিফ ১/৩৭ হাদিস নং ১৭১ কুরআন-সুন্নাহ্ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা অধ্যায়; কানযুল উম্মাল ৩৪/১০৫; ৩৪/১২৩; ১৬/৭৪ হাদিস নং যথাক্রমে ৯২৮; ১০৬০; ৩০৮৩৭)। সম্প্রতি এমন কতিপয় লোক দেখা যায়, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানে কিন্তু সাহাবায়েকেরামগণকে সহজভাবে মানতে পারছে না। আবার এমন কতিপয় লোকও দেখা যায়, যারা কোনো কোনো সাহাবা রাঃ কে মর্যাদা দিতে দিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নিয়ে যাচ্ছে। আবার আমাদের আশে-পাশে এমন কতিপয় লোকও দেখা যাচ্ছে যারা বলে 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার জাতি নূরের তৈরী, তিনি আল্লাহ তা'আলার মতোই হাযির নাযির, তিনি 'আলিমুল গাইব' তথা গায়েব জান্তা ইত্যাদি ইত্যাদি মন্তব্য করে

শিরক ফিজ্জাত, শিরক ফিস সিফাতে লিপ্ত হয়ে নিজেরাও ঈমান হারা হচ্ছে এবং সরল সোজা মুসলমানদেরকেও ঈমান হারা করছে। শুধু তাই নয় বরং যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নূরের তৈরী মনে করেনা, আলিমুল গাইব ও হাযির নাযির বিশ্বাস করে না, তাদেরকে কাফের বলে ফতোয়া দিচ্ছে। তাবলিগ জামাত যারা করে তাদেরকেও কাফের বলছে। তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন কোনো মসজিদে তাবলিগ জামাতের ভাইয়েরা গেলে অত্যান্ত অপমান করে তাবলিগ জামাতের ভাইদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিয়ে কুকুর চাটা পাত্রের ন্যায় ৭ বার মসজিদ ধৌত করছে। এইরুপ জঘন্য ও শিরকি কাজে লিপ্ত ভাইদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দেওয়া এবং তাদের ঈমান আক্বিদা হেফাজত করার গুরু দায়িত্ব হক্কানি ওলামায়েকেরামগণের। এই মহান দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ঈশ্বরদীর হক্কানি ওলামায়েকেরামগণের পক্ষ থেকে 'ঈশ্বরদী পৌর ওলামা পরিষদ' ঈশ্বরদীর ঐতিহ্যবাহি লোকো ফুটবল মাঠে গত ২২ এপ্রিল ২০১০ইং রোজ বৃহঃপতিবার, ২৫ মার্চ ২০১১ইং রোজ শুক্রবার ও ০৮ মার্চ ২০১২ইং রোজ বৃহঃপতিবার ধারাবাহিকভাবে ৩ বছর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক ধর্মমন্ত্রী, হযরত মাওঃ মুফতি ওয়াক্কাস সাহেব দাঃবাঃ, বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের মহামান্য শিক্ষাসচিব, আল্লামা মুফতি মিজানুর রহমান সাঈদ সাহেব দাঃবাঃ, বগুড়া জামিল মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপাল হযরত মাওঃ আঃ হক্ব হক্কানী সাহেব দাঃবাঃ,কুষ্টিয়া ইসলামিক ইউনিভার্সিটির হাদিস বিভাগের সহকারি অধ্যাপক ড. আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহেব দাঃবাঃ, মাওঃ মুজিবুর রহমান যুক্তিবাদী দাঃ বাঃ সাহেব ও মাওঃ মুফতি নো'মান কাসেমী সাহেব দাঃবাঃ দের মতো শীর্ষস্থানীয় উলামায়েকেরামগণকে এনে মহাসম্মেলন করে। ২০১২ সালের ০৮ মার্চের মহাসম্মেলন বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে উলামা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত এক প্রস্তুতি সভায় রেজভী ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে লিফলেট আকারে কিছু লিখে মহাসম্মেলন থেকে তা প্রচার করার তড়িৎ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। পরিষদের সেক্রেটারী হিসাবে এ গুরু দায়িত্বটি আমি অধমের উপর পড়ে। আসন্ন মহাসম্মেলন বাস্তবায়ন করার নানাবিধ ব্যস্ততার মাঝেও রেজভী ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে লিফলেট আকার ছাড়িয়ে তা ছোট্র পুস্তিকার আকার ধারণ করে। পরবর্তী বৈঠকে তা উপস্থাপন করা হলে তা বই আকারেই ছাপানোর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং খুব তড়িঘড়ি করে প্রথমে ৫শত কপি ছাপানো হয়। কিন্তু এই ৫শত কপি সম্মেলনের দিন ঈশার আগেই শেষ হয়ে যায়। পরে তৎক্ষণাৎ ডিজিটাল মেশিনে আরো ৫শত কপি বই ফটোস্টেট করে

সম্মেলনস্থ তওহিদী জনতার চাহিদা মিটানোর চেষ্টা করা হয়। বইটি সংকলনের পিছনে সর্বাধিক উৎসাহ ও প্রেরণাদানকারী, জামি'আ ছিদ্দীকিয়া ঈশ্বরদীর তৎকালিন প্রিন্সিপাল মাওঃ মাহবুবুর রহমান রশীদী সাহেব দাঃবাঃ, আলহাজ্ব হযরত হাঃ মাওঃ আসাদুজ্জামান কাসেমী সাহেব দাঃবাঃ ও আলহাজ্ব হযরত মাওঃ গোলাম মোস্তফা গোপালগঞ্জী সাহেব দাঃবাঃ বইটি মহাসম্মলনে আগত আমন্ত্রিত উলামায়েকেরাম ও বক্তাগণের হাতে তুলে দিলে উলামায়েকেরাম ও বক্তাগণ বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সংশ্লিষ্ট বাতিল ফেরকার বিরুদ্ধে এই ক্ষুদ্র বইটি একটি পিস্তল বলে মন্তব্য করেন। ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও নানা ব্যস্ততার কারণে বইটির ২য় সংস্করণ ও পূনঃমূদ্রণের কাজে এতদিন হাত দিতে পারিনি। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কয়েক বছর মহাসম্মেলন করাও সম্ভব হয়নি। ফলে বইটির পূন:মুদ্রণ অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে। বইটিতে রেফারেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ঠ সতর্কতা অবলম্বন করেছি। রেজভী ভাইয়েরা যাতে করে 'ওহাবিদের (!) কিতাব থেকে রেফারেন্স দিয়েছে' বলে উড়িয়ে দিতে না পারে তাই ইচ্ছা করেই আমাদের আকাবির, উলামায়ে দেওবন্দের ফতোয়া গ্রন্থ থেকে রেফারেন্স দেওয়া পরিহার করেছি। যথা সম্ভব কুরআন-হাদিস এবং সর্বজন স্বীকৃত ও সর্ব মহলে সমাদৃত নির্ভরযোগ্য মুতাকাদ্দিমিন উলামায়ে কেরামগণের কিতাবাদী থেকে রেফারেন্স দেওয়ার চেষ্টা করেছি। নুসখা ও প্রকাশনা সংস্থার ভিন্নতার কারণে পৃষ্ঠা ও হাদিস নাম্বারে গড়মিল থাকে বিধায় মূল ইবারতের নিচে আরবিতে 'বাব' বা অধ্যারের নাম এবং বইয়ের শেষে গ্রন্থপঞ্জি শিরোনামে নুসখা ও প্রকাশনী সংস্থার নাম উল্লেখ করে দিয়েছি, যাতে করে সম্মানিত অনুসন্ধানি পাঠকবৃন্দ প্রয়োজনে মূল কিতাবের সাথে মিলায়ে নিতে পারেন। বইটির ব্যাপক প্রচার কার্যে যিনি সর্বাধিক সহযোগিতা ও শ্রম দিয়েছেন সেই সুহৃদ, বন্ধুবর, বেদ'আতের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হাঃ মাওঃ আবু সাঈদ গোপালগঞ্জী ভাইয়ের কথা না বল্লেই নয়। পরিশেষে বইটির সংকলন ও প্রকাশের কাজে আরো যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং বাণী দিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান ও সুস্থ-সবল দীর্ঘায়ু দান করুন। আমীন॥

বিনীত –*লেখক*

মুফতি আব্দুল হাই নাটোরী
জামি'আ ছিদ্দীকিয়া ঈশ্বরদী, পাবনা।
(ঈশ্বরদী ছিদ্দীকিয়া কওমিয়া মাদ্রাসা)
২৮/১০/২০১৫ইং
রাত- ১২:৫৫

সূচীনির্দেশ

বিষয় ..... পৃষ্ঠা

লেখকের কথা V

বিদ'আত ও তার কুফল ০৯

রেজভী পরিচিতি ১৪

আহমদ রেজাখান ও তার অনুসারী রেজভী সম্প্রদায়ের কতিপয় কুফ্‌রি-শির্‌কি ও ভ্রান্ত আক্বিদা-বিশ্বাসসমূহ ১৫

তাদের এই সমস্ত কুফ্‌রি-শির্‌কি ও ভ্রান্ত আক্বিদা-বিশ্বাস সমূহের খন্ডন এবং প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বিদা-বিশ্বাসসমূহ.. ১৬

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ হাযির-নাযির না ২৩

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযির-নাযির (সর্বত্র বিরাজমান ও প্রত্যক্ষদর্শী) নন ২৪

প্রচলিত মিলাদে কিয়াম করা বিদ'আত ও নাজায়েয ২৭

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরী না নূরের তৈরী ? ৩০

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সহিহ্ আক্বিদা-বিশ্বাস ৩৭

গ্রন্থপঞ্জি ৪০

বিদ'আত ও তার কুফল

আরব মরুভূমির উঁচু-নিচু পাহাড়তলি দিয়ে ছুটে চলছে মরুভূমির জাহাজ খ্যাত উট। উটের হাওদায় উপবিষ্ট আছেন দু'জাহানের সরদার বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর পিছনেই বসে আছেন বিশিষ্ট সাহাবি হযরত মুয়ায বিন জাবাল রা.। উভয়ের মাঝে হাওদার কাবারি ব্যতীত কোনো অন্তরায় নেই। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। নিথর পল্লী, স্তব্দ লোকালয়। পিনপতন নিরবতা বিরাজ করছে চারো দিকে। উট এগিয়ে চলছে, হাওদা দুলিয়ে, আপন গতিতে, নিজ গন্তব্যের দিকে। এক সময় নিরবতা ভেঙে বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাকলেন– মুয়ায!

–লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি উপস্থিত, হে আল্লাহর রাসূল স.!

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ, মুয়ায রা.ও চুপ। উট চলছে বুক টানটান করে, হেলে-দুলে। কিছু দূর যাওয়ার পর আবার ডাকলেন- মুয়ায .!

–লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি উপস্থিত, হে আল্লাহর রাসূল স.!

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারো কিছু বল্লেন না। হযরত মুয়ায কৌতুহল, জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। উন্নত শিরে উট চলছে। কিছক্ষণ পর আবারো ডাকলেন– মুয়ায !

–লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার তন-মন সবই উপস্থিত, যা বলার বলুন হে আল্লাহর রাসূল স.!

এবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্লেন, মুয়ায! তুমি কি জানো, বান্দার প্রতি আল্লার হক কি?

- আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন, হে আল্লাহর রাসূল স.! সবিনয়ে বল্লেন হযরত মুয়ায রা.।

নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বান্দার প্রতি আল্লাহর অধিকার হলো- বান্দা কেবল আল্লাহরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক স্থাপন করবে না।

(মুসলিম শরিফ ১/৪৩ হাদিস নং ১৫২, অধ্যায়- যে সংশয়মুক্ত ঈমান নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার উপর জাহান্নাম হারাম; আরো দেখুন- হাদিস নং ১৫৩, ১৫৪ ও ১৫৫; বুখারি শরিফ ৫/২২২৪- হাদিস নং ৫৬২২, অধ্যায়- এক জনের পিছনে আরেক জন বসা; আরো দেখুন, হাদিস নং ৫৯১২, ৬১৩৫, ৬৯৩৮ ও ২৭০১)

বান্দার প্রতি আল্লাহর বড় প্রাপ্য হলো শির্কমুক্ত ইবাদত।

কারণ, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (سورة لقمان ١٣) "শিরক হলো মস্ত বড় জুলুম" (সূরা- লুকমান : ১৩)

এই জন্য- إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

(سورة النساء ٤٨)

"আল্লাহ তা'আলা শিরক ব্যতীত অন্য যে কোনো গুনাহ ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু শিরকি গুনাহ তিনি ইচ্ছা করেই ক্ষমা করবেন না।" (সুরা নিসা-৪৮)

এই রূপ আরেকটি জঘন্য গুনাহ হলো বিদ'আত। বিদ'আত হলো- এমন কোনো কাজ ছওয়াবের নিয়তে করা যার উৎস কোরআন হাদিসের কোথাও নেই, সোনালী তিন যুগের কোনো যুগেও নেই। (আল মিনহাজুল ওয়াজেহ পৃঃ ৭৯, হামায়েল শরিফ পৃঃ ৭০২ ও হাকিকাতুলঈমান পৃঃ ৩৮ সূত্রে)।

হাফেজ ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন,

البدعة ما احدث مما لا اصل له فى الشريعة يدل عليه (جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلى ١/٢٢٦)

"বিদ'আত হলো দ্বীনের মধ্যে এমন কোনো কিছু উদ্ভাবন করা যার উৎস শরীয়তে নেই।" (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম ১/২২৬)

হযরত আয়েশা রা. কর্তৃক বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"و فى رواية مسلم ومسند احمد عن عائشة ايضا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"

(صحيح البخاري ٢/٩٥٩ رقم الحديث ٢٥٥٠ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود،و صحيح مسلم ٥/١٣٢ رقم الحديث ٤٥٨٩ و٤٥٩٠ باب نَقْضِ الأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ، سنن أبي داود ٢/ ٦١٠ رقم الحديث ٤٦٠٦ ، سنن ابن ماجه ١/٧ رقم الحديث ١٤ باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم والتغليظ على من عارضه، مسند احمد ٤٣/١٥٧ رقم الحديث

٢٦٠٣٣ و ٢٦٣٢٩ وايضا ٢٦١٩١ و٢٥٤٧٢، مشكوة المصابيح ٣١/١ رقم الحديث ١٤٠ باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

"আমার এই দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু উদ্ভাবন করা যা দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত নয়, তা প্রত্যাখাত; গ্রহণযোগ্য নয়।" মুসলিম শরিফ ও মুসনাদে আহদ শরিফের রেওয়ায়েতে আছে-"দ্বীনের মধ্যে এমন আমল করা যা দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত নয়, তা প্রত্যাখাত; গ্রহণযোগ্য নয়।"

(বুখারি শরিফ খন্ড নং ২, পৃঃ নং ৯৫৯, হাদিস নং ২৫৫০; মুসলিম শরিফ খন্ড নং ৫, পৃঃ নং ১৩২, হাদিস নং ৪৫৮৯ ও ৪৫৯০; আবু দাউদ শরিফ- খন্ড নং ২, পৃঃ ৬১০, হাদিস নং ৪৬০৬; ইবনে মাজা শরিফ ১/৭, হাদিস নং ১৪, মুসনাদে আহম- খন্ড নং ৪৩, পৃঃ নং ১৫৭, হাদিস নং ২৬০৩৩; ২৪৩২৯; ২৬১৯১ ও ২৫৪৭২; মিশকাত শরিফ- খন্ড নং ১, পৃঃ নং ২৭, হাদিস নং ১৪০)

বিদ'আতের মারাত্মক কুফল হলো,

إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة

(مجمع الزوائد ٣٠٧/١٠ رقم الحديث ١٧٤٥٧، المعجم الأوسط ٢٨١/٤ رقم الحديث ٤٢٠٢، الترغيب والترهيب ٤٧/١ رقم الحديث ٨٧ (الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء))

"বিদ'আতীর জন্য তওবার পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়।"

(মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ-১০/৩০৭, হাদিস নং ১৭৪৫৭; আল-মু'জামুল আওসাত লিত্ তাবরানি ৪/২৮১, হাদিস নং ৪২০২, আত্ তার্গিব ওয়াত্ তার্হিব ১/৪৭ হাদিস নং ৮৭)

ফলে মৃত্যুর সময়ও তার তওবা নসিব হয় না। কিয়ামতের ময়দানে নবি কারিম সাল্লালল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতপূর্ণ হাতে হাওজে কাওছারের অমীয় শুধা বিদ'আতির ভাগ্যে জুটবে না। রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে 'সোহ্কান্-সোহ্কান্' বলে তাড়িয়ে দিবেন।

(বুখারি শরিফ- ৫/২৪০৬ ও ৬/২৫৮৭ হাদিস নং ৬২১২ ও ৬৬৪৩, হাউযের অধ্যায় এবং ওয়াত্তাকু ইয়াউমান... এর অধ্যায়। মুসলিম শরিফ-৭/৬৬, হাদিস নং ৬১১৪ ও ৬১০৯; ওযুর মধ্যে হাত-পা বেশী পরিমান ধোয়া মুস্তাহাব অধ্যায়। মিশকাত শরিফ- খন্ড নং ৩, পৃঃ নং ২১১, হাদিস নং ৫৫৭১, হাউয এবং শাফা'আত অধ্যায়)

সাধারণ মানুষ না বুঝে লম্বা জুব্বা আর পাগড়ী দেখে তাদেরকে সম্মান করে। অথচ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সম্মান করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করে গেছেন। তিনি বলেগেছেন,

"من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام"

(رواه البيهقي في شعب الإيمان ٦١/٧ رقم الحديث ٩٤٦٤ فصل من هذا الباب بجانبة الفسقة و المبتدعة و من لا يعينك على طاعة الله عز و جل ، المعجم الأوسط ٣٥/٧ رقم الحديث ٦٧٧٢، مشكوة المصابيح رقم الحديث ١٦٩ باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

"যে ব্যক্ত কোনো বিদ'আতিকে সম্মান করলো সে দ্বীনকে ধ্বংশ করার কাজে সহযোগিতা করলো।"

(শু'আবুল ঈমান লিল্ বায়হাকী ৭/৬১, হাদিস নং ৯৪৬৪, ম'জামুল আওসাত ৭/৩৫ হাদিস নং ৬৭৭২, মিশকাত শরিফ ১/৪১ হাদিস নং ১৬৯,)

রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেগেছেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

(رواه البخارى رقم الحديث ١٧٧١ باب حرم المدينة،و٣٠٠١ باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم، و٣٠٠٨ باب إثم من عاهد ثم غدر، و٦٣٧٤ باب إثم من تبرأ من مواليه ، و٦٨٧٠ باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، و٦٨٧٦ باب إثم من آوى محدثا، و١٧٦٨ باب حرم المدينة و مسلم رقم الحديث ٣٣٨٩ و٣٣٩٣ ، ٣٣٩٦ باب فَضْلِ الْمَدِينَةِ وَدُعَاءِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم ، و مشكوة المصابيح ١١٦/٢ رقم الحديث ٢٧٢٨ باب حرم المدينة حرسها الله تعالى)

"বিদ'আতি, বিদ'আতির প্রশ্রয়দাতা ও সহযোগিতাকারী সকলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার লা'নত, ফেরেস্তাদের লা'নত এবং সমস্ত মানুষের লা'নত। তাদের কোনো ফরজ ইবাদতও কবুল করা হবে না এবং কোনো নফর ইবাদতও কবুল করা হবে না।"

(বুখারি শরিফ- হাদিস নং ১৭৭১, ৩০০১, ৩০০৮, ৬৩৭৪, ৬৮৭০, ৬৮৭৬ ও ১৭৬৮; মুসলিম শরিফ- হাদিস নং ৩৩৮৯; ৩৩৯৩ ও ৩৩৯৬ মিশকাত শরিফ- খন্ড নং ১, পৃঃ নং ২৩৮, হাদিস নং ২৭২৮)

عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولاصدقة ولا حجا ولاعمرة ولاجهادا ولاصرفا ولاعدلا . يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين (رواه ابن ماجة ١/١٩، رقم الحديث ٤٩ باب اجتناب البدع والجدل)

"হযরত হুযাইফা রা. কর্তৃক বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বিদ'আতির নামাজ, রোজা, হজ্ব, ওমরা, জেহাদ, সদকা, ফরজ ও নফল কোনো আমলই কবুল করেন না। সে দ্বীন থেকে বেরিয়ে যায় যেমনভাবে আটার খামিরা থেকে চুল বের হয়ে যায়।" (ইবনে মাজা শরীফ পৃঃ ৬, হাদীস নং ৪৯)

বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র এরশাদ করেন-

"يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ (صحيح البخاري ٢/١٩٢٨ رقم الحديث ٤٧٧١ باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به)

"তোমাদের মাঝে এমন একদল লোকের আর্বিভাব ঘটবে যাদের নামায, রোজা ও আমলের কাছে তোমরা তোমাদের নামায, রোজা ও আমলকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা কোরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু (কোরআন অনুযায়ী আমল না থাকার কারণে) তাদের সে তেলাওয়াত তাদের কণ্ঠনালী ভেদ করবে না। (বিভিন্ন শিরকি-বিদ'আতি আক্বিদা-বিশ্বাস ও কর্মকান্ড করার কারণে) তারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে যেমনিভাবে তীর শিকারী পাখির পেট ভেদ করে বের হয়ে যায়।" (বুখারি শরিফ ২/১৯২৮ হাদিস নং ৪৭৭১)

এদের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন-

هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (سورة الكهف: ١٠٤)

"আমি কি তোমাদেরকে এমন সব লোকদের সম্পর্কে অবহিত করবো যারা কর্মের দিক থেকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ? তারা হলো সেসব লোক যাদের পার্থিব

সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা (আমল সমূহ) বিনষ্ট হয়ে গেছে। অথচ তারা মনে মনে ভাবছে যে, তারা ভালো কাজই করে যাচ্ছে। (সূরা-ক্বাহাফ আয়াত নং ১০৩ ও ১০৪)

আমাদের আশে-পাশে অনেক ভাই জেনে না জেনে ভয়াবহ এই শিরক ও বিদ'আতে ডুবে আছে। দ্বীনের কাজ মনে করে প্রতিনিয়ত তারা এগুলো করে যাচ্ছে। অথচ এর কারণে তাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। এমনকি তারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ছে। তারা শুধু নিজেরাই নয় বরং সরলপ্রাণ অনেক মুসলমান ভাই-বোনদেরকেও অবলিলায় এই শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত করে তাদের ঈমান-আমল ধ্বংস করছে। তাদের মধ্যে দেওয়ানবাগী ও রেজভী ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসীরা অন্যতম। দাওয়াতের উদ্দেশ্যে, সরল সোজা মুসলমান ভাই-বোনদের ঈমান-আমল হেফাজত করার নিয়তে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বক্ষমান এই ছোট্র পুস্তিকায় রেজভীদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, তাদের কতিপয় শির্ক-বিদ'আতি আক্বিদা-বিশ্বাস ও কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং এ ক্ষেত্রে প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বিদা-বিশ্বাস ও কর্মকান্ড কি- তা ধারাবাহিকভাবে প্রমাণসহ পেশ করছি-

রেজভী পরিচিতি

"রেজভী" বলা হয় ইংরেজ পদলেহনকারী আহমদ রেজাখান বেরেলভীর মতবাদের অনুসারিদেরকে। তাদেরকে "বেরেলবী"ও বলা হয় (দেখুন: প্রসিদ্ধ উর্দূ-বাংলা অভিধান "ফরহাঙ্গে জাদীদ" পৃষ্ঠা নং ৪৫৩')। উপমহাদেশের হক্বানী ওলামায়ে কেরামগণের নিকট এরা বিদ্'আতি নামে পরিচিত এবং প্রায় সকল প্রকার বিদ্'আতের প্রশ্রয়দাতা হিসাবে চিহ্নিত। কখনো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আবার কখনো সুন্নী নামের মুখোশ ধারণ করা এদের এক অন্যতম অপকৌশল। তাদের নেতা আহমদ রেজাখান। যার জন্ম ১০ই শাওয়াল, ১২৭২ হিজরী মোতাবেক ১৪ই জুন, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রসিদ্ধ শহর বেরেলীতে। তার জন্মগত নাম মুহাম্মদ ওরফে আহমদ রেজা। সে তার নিজের নাম রাখে আব্দুল মোস্তফা। তার ভক্তবৃন্দরা তাকে "আ'লা হযরত" নামে স্মরণ করে থাকে। তার পিতার নাম নাকী আলী। দাদার নাম রেজা আলী। আহমদ রেজা খান তার পিতা ও দাদার অনুসরণে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভাই মির্জা গোলাম কাদের বেগ- এর নিকট। তার পর পিতার নিকট থেকে অধিকাংশ বিদ্যা অর্জন করে। আহমদ রেজাখান অত্যন্ত পরমত অসহিষ্ণু মেজাজের মানুষ ছিলো।

তার কলম ছিলো অত্যন্ত বে-পরোয়া এবং গালী প্রদানে পারঙ্গম। সারা জীবন সে নদওয়া ও দেওবন্দের উলামায়ে কেরামগণের বিরুদ্ধে লেগে ছিলো। তাঁদেরকে কাফের বলে ফতওয়া দেওয়াই ছিলো যেন তার জীবনের প্রধান কাজ। এই ফতওয়াবাজীর কারণেই সে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৩২৫ হিজরীতে সে "হুসামুল হারামাইন" নামে এক খানা পুস্তক প্রকাশ করে, যার মধ্যে দেওবন্দের আলেমকুল শিরমণি আল্লামা কাসেম নানুতবী (রহঃ), আল্লামা রশিদ আহমদ গঙ্গুহী (রহঃ), মাওঃ খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহঃ), হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানুবী (রহঃ) এবং যারা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখে অথবা তাদের আক্বিদা-বিশ্বাসের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে তাদের সকলকে কাফের বলে ফতওয়া দেয়। শুধু তাই নয়; বরং সে বলে "তারা এমন কাফের যে, তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে যে সন্দেহ করবে সেও নিশ্চিত কাফের ও জাহান্নামী" না'উযুবিল্লাহ্ (আহমদ রেজাখান রচিত 'হুসামুল হারামাইন : ১২-৩২ পৃঃ') দেওবন্দের উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে প্রথমে তার ফতওয়াকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তার কথায় কর্ণপাত করা হয়নি। অবশেষে তার ফতওয়ার প্রভাব সাধারণ মানুষের মাঝে পড়তে দেখে তার জবাব দেওয়াই তাঁরা সমচীন মনে করেন। অবশেষে দেওবন্দী আলেমগণের পক্ষ থেকে

১.আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ তথা আত্তাস্দিকাত লি-দাফ্য়িত্ তাল্বিসাত
২.আস্সাহাবুল মিদ্রার
৩. আল-খত্মু আলা লিসানিল খছ্ম
৪. বাসতুল বানান
৫. ক্বত্উল অতীন
৬. আশ্শিহাবুস্সাক্বিব
৭. আকায়েদে উলামায়ে দেওবন্দ-

প্রভৃতি জবাবী কিতাব লিখে তার মিথ্যা ফতওয়ার দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়া হয়।

আহমদ রেজাখান ও তার অনুসারী রেজভী সম্প্রদায়ের কতিপয় কুফ্রি-শির্কি ও ভ্রান্ত আক্বিদা-বিশ্বাসসমূহ –

১. নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণ ভাবে গায়েব জানতেন। সৃষ্টির শুরু থেকে নিয়ে কিয়ামত আসা পর্যন্ত বরং জান্নাত-জাহান্নামে প্রবেশ

করা পর্যন্ত সমস্ত জুয্য়ী (ব্যষ্টিক) এবং কুল্লী (সামষ্টিক) এলেম তিনি জানতেন। তাঁর ইলেমের বাহিরে কোনো কিছুই নেই। এমনকি এক যার্‌রাও না।

২. নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযির-নাযির।

৩. নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিলাদ অনুষ্ঠানে হাযির হন। তাই নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানার্থে মিলাদে কিয়াম করা তথা দাঁড়ানো ফরজ। যে কিয়াম করবে না সে কাফের" (না'উযু বিল্লাহ)

৪. নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরী। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ নন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষ বললে বে-আদবী হবে। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষ বললে কুফ্‌রি হবে, ইত্যাদি।

(দেখুন আহমদ রেজাখান রচিত-

১. আদ্ দাওয়াতুল মক্কীয়া পৃঃ ৫৮; ২১০ ও ২৩০
২. তানকীদে মাতীন পৃঃ নং ১৬৫
৩. রেজভীদের ফতওয়া গ্রন্থ- গায়াতুল মুরাম পৃঃ নং ৫৫-৫৬, ৬৭, ৭১
৪. জা আল হক্ব পৃঃ ৪৩ (আহমদ ইয়ার খান রচিত)
৫. আনবাউল মোস্তফা
৬. খালেছুল ই'তেকাদ
৭. আদ্দুয়ালুল্ মালাকিয়া
৮. সিরাজনগরী রেজভী রচিত: আহলে ছুন্নত বনাম আহলে বি'দআত)

তাদের এই সমস্ত কুফ্‌রি-শির্‌কি ও ভ্রান্ত আক্বিদা-বিশ্বাসসমূহের খন্ডন এবং প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বিদা-বিশ্বাসসমূহ নিম্নে প্রদান করা হলো-

- **আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কেউ গায়েব জানে না, এমনকি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও না, ওলি-আউলিয়া তো দূরের কথা।**

যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েব জানে তাহলে তা শির্‌ক হবে। কেননা 'আলিমুল গায়েব' তথা গায়েব জান্তা এক মাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আসমান-জমিনের অন্য কেউ গায়েব জানে না। তাই পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ মুখে ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন-

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

(سورة النمل-٦٥)

১. "হে নবি (সঃ)! আপনি বলে দিন, আল্লাহ ছাড়া আসমান-জমিনের অন্য কেউ গায়েব জানে না। আর তারা জানে না যে, কবে তারা পূনরুত্থিত হবে।" (সুরা- আন্ নমল, আয়াত নং ৬৫)

২. সায়্যেদ মাহমুদ আলুসী রহ. তাঁর অমর গ্রন্থ তাফসিরে রুহুল মা'আনীর ২০ নং খন্ডের ১১ নং পৃষ্ঠায়, হাফেজ আবুল ফিদা ইমাদুদ্দিন ইবনে কাছির রহ. তাফসিরে ইবনে কাছিরের ৬নং খন্ডের ২০৭ নং পৃষ্ঠায়, ইমাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী রহ. সহিহ্ মুসলিম শরিফের ১/১১০ এর ৪৫৭ নং হাদিসে এবং ইমাম আবু ঈসা আত্ তিরমিযি রহ. তিরমিযি শরিফের ৫/২৬২ এর ৩০৬৮ নং হাদিসে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন-

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قالت : من زعم أن محمد صلى الله عليه و سلم يخبر الناس بما يكون في غد وفي بعض الروايات يعلم ما في غد فقد أعظم على الله تعالى الفرية والله تعالى يقول : قل لايعلم من في السموات والارض الغيب إلا الله

(تفسير روح المعاني ١١/٢٠، تفسير ابن كثير ٢٠٧/٦ ، صحيح مسلم ١١٠/١ رقم الحديث ٤٥٧ باب مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى) ، سنن الترمذى ٢٦٢/٥، باب ومن سورة الانعام، رقم الحديث ٣٠٦٨ وقال الترمذى رحـ هذا حديث حسن صحيح)

অর্থাৎ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা.বলেন, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামী কাল কি হবে তা জানেন, সে আল্লাহ তা'আলার উপর জঘন্য মিথ্যারোপ করলো। কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আসমান ও জমিনের কেউ গায়েব জানে না।

৩. অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে বলেন-

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ (سورة الانعام-٥٠)

"হে রাসূল (সঃ)! আপনি বলে দিন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহ তা'আলার ধনভান্ডার আছে; আর এ কথাও বলি না যে, আমি গায়েব জানি।" (সূরা- আনআম , আয়াত নং ৫০)

৪. অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে বলেন-

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (سورة الاعراف- ١٨٨)

"হে নবি (সঃ)! আপনি বলে দিন, যদি আমি গায়েব জানতান তাহলে আমি অনেক কল্যাণ অর্জন করতে পারতাম এবং কোনো প্রকার ক্ষতি আমাকে স্পর্শ করতে পারতো না।" (সূরা- আ'রাফ , আয়াত নং ১৮৮)

হাফেজ আবুল ফিদা ইমাদুদ্দিন ইবনে কাছির রহ. বলেন-

أمره الله تعالى أن يفوّض الأمور إليه، وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب، ولا اطلاع له على شيء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه (تفسير ابن كثير ٣/٥٢٣)

"আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর প্রতি সমস্ত বিষয় সোপর্দ করার এবং নিজ সম্পর্কে এই মর্মে ঘোষণা করার যে, তিনি (নবি কারিম স.) গায়েব জানেন না এবং ওহির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যা জানিয়েছেন, তা ছাড়া গায়েবের বিষয়াবলীর কোনো জ্ঞানই তাঁর নেই।" (তাফসীরে ইবনে কাছির ৩/৫২৩)

৫. সূরা হাশরে আছে-

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (سورة الحشر-٢٢)

"দৃশ্য ও অদৃশ্যের জান্তা কেবল মাত্র দয়াময় আল্লাহ তা'আলা-ই" (সূরা-হাশর, আয়াত নং ২২)

৬. পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে আছে-

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (سورة الانعام-٥٩)

"তারই (আল্লাহরই) নিকট গায়েবের সকল চাবি-কাঠি, তিনি ছাড়া অন্য কেই তা জানে না।" (সূরা- আনআম , আয়াত নং ৫৯)

৭. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত রুবাই' বিনতে মুআব্বিয রা. এর বিবাহ অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেখানে ছোট ছোট বালিকারা শোকগাঁথা আবৃতি করছিলো। এরি মধ্যে এক বালিকা সগর্বে বলে উঠলো-

" وفينا نبي يعلم ما في غد "

"আমাদের মাঝে এমন একজন নবি রয়েছেন; যিনি আগামী কাল কী হবে তা জানেন"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে তার এ কথার প্রতিবাদ করে বল্লেন-

"دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين و فى رواية ابن ماجة بزيادة ما يعلم ما في غد إلا الله"

(صحيح البخاري ١٥٧٦/٥ رقم الحديث ٤٨٥٢ باب ضرب الدف في النكاح والوليمة و١٤٦٩/٤ رقم الحديث ٣٧٧٩ باب شهود الملائكة بدرا، سنن الترمذي ٣٩٩/٣ رقم الحديث ١٠٩٠ باب ما جاء في إعلان النكاح، سنن ابن ماجه ١/ ٦١١ رقم الحديث ١٨٩٧ باب الغناء والدف ، مشكوة المصابيح ٢١٢/٢ رقم الحديث ٣١٤٠ باب إعلان النكاح والخطبة والشرط)

"একথা ছেড়ে দিয়ে যা বলছিলে তাই বলো। কেননা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেই জানে না যে, আগামী কাল কী হবে।"

(বুখারি শরিফ ৫/১৫৭৬ হাদিস নং ৪৮৫২ ও ৩৭৭৯; তিরমিযি শরিফ ৩/৩৯৯ হাদিস নং ১০৯০; ইবনে মাজা শরিফ ১/৬১১ হাদিস নং ১৮৯৭; মিশকাত শরিফ ২/২১২ হাদিস নং ৩১৪০)

৮. হযরত আয়েশা রা. বিশিষ্ট তাবেঈ হযরত মাসরুক রহ. কে তার এক প্রশ্নের জবাবে বলেন-

وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ (صحيح البخاري ١٨٤٠/٤ رقم الحديث ٤٥٧٤ باب تفسير سورة { والنجم }

"আর যে ব্যক্তি তোমার কাছে বর্ণনা করবে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামী কালের মধ্যে কী আছে তা জানেন, সে নিঃসন্দেহে মিথ্যাবাদী।" (বুখারি শরিফ ৪/১৮৪০, হাদিস নং ৪৫৭৪)

৯.

عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في قبة حمراء اذ جاء رجل على فرس فقال : من أنت ؟ قال " أنا رسول الله قال : متى الساعة ؟ قال : غيب وما يعلم الغيب إلا الله قال : ما في بطن

فرسي ؟ قال : غيب وما يعلم الغيب إلا الله : فمتى تمطر ؟ قال : غيب وما يعلم الغيب إلا الله " (الدرالمنثور ٦/٥٣٢)

হযরত সালমা বিন আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একটি লাল তাবুতে অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি ঘোড়ায় আরহণ করে আসলো এবং জিঙ্গাসা করলো,

- আপনি কে?

= হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বল্লেন, আমি আল্লাহ তা'আলার রাসূল।

- কিয়ামত কবে হবে?

= কিয়ামতের তারিখ গায়েবের অন্তর্ভূক্ত। আর গায়েব আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।

- আমার ঘোড়ার পেটে কি আছে?

= এটাও গায়েবের অন্তর্ভূক্ত। আর গায়েব আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।

- বৃষ্টি কবে হবে?

= এটাও গায়েবের অন্তর্ভূক্ত। আর গায়েব আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। (তাফসিরে আদ্দুর্রুল মানছুর ৬/৫৩২)

উল্লিখিত অকাট্র আয়াত ও হাদিস সমূহ দ্বারা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হয় যে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন না; বরং গায়েব জানা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। সুতরাং নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন- এই আক্বিদা রাখা অর্থ আল্লাহ তায়ালার সাথে স্পষ্ট শিরিক করা।

এছাড়াও বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের অসংখ্য-অগণিত ঘটনা প্রমাণ করে যে, তিঁনি গায়েব জানতেন না। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের জন্যে নিম্নে উদাহরণসরূপ কিছু ঘটনা পেশ করছি-

❖ চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে বিরে মা'উনার ঘটনা সংগঠিত হয়। নজদের অধিবাসী আবুল বারা আমের বিন মালেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে আবেদন করলো, যদি আপনি দয়া করে আমার সাথে কয়েক জন সুদক্ষ মুবাল্লিগ পাঠান, তাহলে হয়তো তাদের ওয়াজ নসিহত শুনে আমার গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে অসম্যত হলেন। কিন্তু তার জোর আবেদনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্যত হলেন এবং ৪০ জন মতান্তরে ৭০ জন বিশিষ্ট সাহাবিকে তার সাথে প্রেরণ করলেন। সেখানে যাওয়ার পর আমর বিন উমায়্যা আয যমরি ও কা'আব বিন মালেক রা. ব্যতীত সকলকেই নির্মম ভাবে শহিদ করে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি গায়েব জানতেন; তাহলে কোনো অবস্থাতেই সাহাবায়ে কেরামকে নজদে প্রেরণ করতেন না বরং তাদের ষড়যন্তের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেন।

(তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবি ১/২২৩-২২৪ গযওয়া বিরে মা'উনা; দালায়িলুন্নুবুওয়াহ ৩/৪১২ হাদিস নং ১২৩৪ বিরে মা'উনার যুদ্ধ অধ্যায়; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৪/৭১ সারিয়া বি'রে মা'উনা; বুখারি শরিফ ৩/১১১৫, باب العون بالمدد হাদিস নং ২৮৯৯ ও ৩৮৬০)

❖ ৫ম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে কাফেররা ১৫ দিন পর্যন্ত খন্দকের পাশে অবস্থান নিয়ে মুসলমানদের অবরোধ • করে রাখে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের অবস্থা জানার জন্য হযরত হুযাইফা রা.কে পাঠান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি গায়েব জানতেন, তাহলে হযরত হুযাইফা রা.কে কাফেরদের অবস্থা জানার জন্য পাঠানোর কোনো প্রয়োজন হতো না বরং কাফেরদের যাবতীয় অবস্থা এমনিতেই তাঁর জানা থাকতো।

(সহিহ্ মুসলিম শরিফ ৫/১৭৭ হাদিস নং ৪৭৪১, আহযাব যুদ্ধের অধ্যায়, তাফসিরে রুহুল মা'আনী ২১/১৫৬, তাফসিরে ইবনে কাছির ৬/৩৮৬ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا এই আয়াতের ব্যাখ্যায়; তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবি ১/৪৫৮ 'এই বছর যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের আলোচনা')

❖ ৬ষ্ঠ হিজরীর জিল ক্বদ মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার প্রান্তরে অবস্থান করেন এবং হযরত উসমান রা. কে মক্কায় প্রেরণ করেন, যাতে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কুরাইশদেরকে অবহিত করেন। কিন্তু তাঁর ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়ায় এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো

যে, কুরাইশরা হযরত উসমান রা. কে শহিদ করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ শুনে তার হত্যার মিথ্যা গুজবকে বিশ্বাস করে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকেও যুদ্ধের বাইয়াত গ্রহণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি গায়েব জানতেন, তাহলে হুদায়বিয়ার প্রান্তরে থেকে হযরত উসমান রা. এর হত্যার মিথ্যা গুজব শুনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া তো দূরের কথা, বিশ্বাসই করতেন না। অথচ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হত্যার মিথ্যা গুজবকে বিশ্বাস করে সাহাবায়ে কেরাম থেকেও যুদ্ধের বাইয়াত গ্রহণ করেছেন।

(নাওয়দিরুল উসুল লিত্ তিরমিযি ১/১৫২, তাফসির ফি যিলালিল কুরআন ৬/৪৬১, সূরা-আল ফাতাহ্, তাফসিরে রুহুল মা'আনী ২৬/১০৬, তাফসিরে ইবনে কাছির ৭/৩৩২, সূরা- আল ফাতাহ্)

❖ বনি মুস্তালিক গোত্রের যাকাত আদায় করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওকবা রা. কে প্রেরণ করেন। কিন্তু পথিমধ্যে তার মনে এই ধারণা জাগ্রত হয় যে, এই গোত্রের লোকদের সাথে আমার পুরাতন শত্রুতা আছে। যদি তারা আমাকে একা পেয়ে হত্যা করে ফেলে- এই ভয়ের কথা চিন্তা করে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন- তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে হত্যা করারও ইচ্ছা করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে রাগান্বিত হলেন এবং হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রা.-এর নেতৃত্বে এক দল মুজাহিদ প্রেরণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি গায়েব জানতেন, তাহলে ওয়ালিদ ইবনে ওকবা রা.-এর কথা বিশ্বাস করে বনি মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করতেন না, বরং ওয়ালীদ ইবনে ওকবা রা. কে মিথ্যাবাদী সাবস্ত করতেন।

(আদ্দুররুল মানছুর ৭/৫৫৬-৫৫৮, তাফসিরুল বাগবী ৭/৩৩৮-৩৩৯, তাফসিরুল জালালাইন ১/৬৮৫, , তাফসিরে কুরতুবী ১৬/৩১১, আসবাবু নুযূলিল আয়াত ১/৩৬১ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ আয়াতের ব্যাখ্যায়; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি ৯/৫৪ দারুল হরবে গনিমতের মাল বণ্টন অধ্যায়)

এ সমস্ত ঘটনাবলীও প্রমাণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন না।

• আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ হাযির-নাযির না

হাযির-নাযির বা সর্বত্র বিরাজমান (কোনো কিছুই যার জ্ঞানের বাইরে নয়) ও সর্বদর্শী হওয়া একমাত্র আল্লাহ পাকের বিশেষ গুণ। এ গুণে অন্য কেউ গুণান্বিত নন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও নন। এ গুণে অন্য কাউকে গুণান্বিত করা সম্পূর্ণ শির্‌কি ও কুফ্‌রি কাজ।

• হাজির-নাজির বা সর্বত্র বিরাজমান ও প্রত্যক্ষদর্শী একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা

তার প্রমাণ ঃ

(১) পবিত্র কোরআনের সূরা হাদিদের ৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই ঘোষণা করেন-

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سورة الحديد ٤).

"তিনি (আল্লাহ তা'আলা) তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা যেখানেই থাকো না কেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ ত'আলা তা দেখেন।"

(২) সূরা সাবার ১১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (سورة سبأ١١).

"তোমরা নেক আমল করো, কেননা তোমরা যে আমল করো নিশ্চয় আমি তা দেখি।"

(৩) সূরা-আহযাবের ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (سورة الأحزاب٥٥)

" নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিসের উপর প্রত্যক্ষদর্শী "

(৪) সূরা সাবার ৪৭ নং ও ৫০ নং আয়াতে ঘোষনা হচ্ছে-

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (سورة سبأ ٤٧)

إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (سورة سبأ ٥٠)

" তিনি (আল্লাহ তা'আলা) প্রত্যেক জিনিসের উপর প্রত্যক্ষদর্শী "

"নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বাধিক নিকটবর্তী।"

(৫) সূরা হজ্বের ৬১ নং আয়াতে ঘোষণা হচ্ছে-

وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (سورة الحج-٦١)

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা"।

(৬) সূরা আহ্যাবের ৩৪ নং আয়াতে ঘোষণা হচ্ছে-

إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (سورة الأحزاب-٣٤)

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সুক্ষ্মদর্শী ও সর্ব অবহিত "।

সুতরাং আল্লাহর এই গুণের মধ্যে যদি নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শরিক করে বলা হয় যে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও হাযির-নাযির বা সর্বত্র বিরাজমান ও প্রত্যক্ষদর্শী, তাহলে তা হবে শির্ক, যার ভয়াবহ পরিণতি একমাত্র চিরস্থায়ী জাহান্নাম। যেমন সূরা মায়েদার ৭২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (سورة المائدة ٧٢)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করে আল্লাহ তা'আলা তার উপর জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। আর এইরূপ জালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" (সূরা মায়েদার, আয়াত ৭২)

- **নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযির-নাযির (সর্বত্র বিরাজমান ও প্রত্যক্ষদর্শী) নন।**

তার প্রমাণ ঃ

(১) আল্লাহ তা'আলা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত মুসা (আঃ) এর ব্যাপারে অবহিত করার পর ইরশাদ করেন-

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (سورة القصص-٤٤)

"আর আপনি তুর পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না, যখন আমি হযরত মুসা (আঃ) কে নির্দেশনামা (তাওরাত) দিয়ে ছিলাম এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না"। [সূরা ক্বাছাছ , আয়াত নং ৪৪]

(২) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا (سورة القصص-٤٦)

"এবং আপনি তুর পর্বতের পাশেও ছিলেন না, যখন আমি (হযরত মুসা -আঃ- কে) ডেকেছিলাম" [সূরা ক্বাছাছ , আয়াত নং ৪৬]

(৩) এমনিভাবে সূরা হিসাবে সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরা-তাওবায় আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন-

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ (سورة التوبة-١٠١)

"আর কিছু কিছু আপনার আশ-পাশের মুনাফিক এবং কিছু মদিনাবাসী কঠোর মুনাফিকীতে অনড়। আপনি তাদের জানেন না, আমি তাদের জানি"। [সূরা-তাওবা, আয়াত নং ১০১]

(৪) আল্লাহ তা'আলা নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত ইউসূফ (আঃ) ও তাঁর ভাইদের বিস্তারিত ঘটনা জানানোর পর ইরশাদ করেন-

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (سورة يوسف-١٠٢)

"এগুলো অদৃশ্যের খবর যা আমি আপনার নিকট (ওহি মারফত) প্রেরণ করি। আপনি তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা স্বীয় কাজ সাব্যস্ত করছিলো এবং চক্রান্ত করছিলো"। [সূরা ইউসূফ , আয়াত নং ১০২]

(৫) অনুরূপ ভাবে আল্লাহ তা'আলা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত মারইয়াম (আঃ) ও হযরত যাকারিয়া (আঃ) এর ঘটনা প্রবাহের ব্যাপারে অবহিত করার পর ইরশাদ করেন-

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (سورة آل عمران-٤٤)

"এগুলো গায়েবের (অদৃশ্যের) খবর যা আমি আপনার নিকট (ওহি মারফত) প্রেরণ করি। আর আপনি তো তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা প্রতিযোগিতা করছিলো যে, কে প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে? এবং আপনি তাদের নিকট ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিলো" [সূরা আলে- ইমরান , আয়াত নং ৪৪]

চিন্তা করে দেখুন, উক্ত আয়াত সমূহে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী নবিগণের ঘটনা প্রবাহের বিবরণ বর্ণনা করার পর নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সরাসরি সম্বোধন করে বলেছেন- "আপনি তথায় উপস্থিত ছিলেন না" আবার সাথে সাথে বলেছেন- "আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না"। এতে জাজ্জ্বল্যমানভাবে প্রমাণিত হয় যে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযির-নাযির নন। এছাড়াও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের অনেক ঘটনার দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তিঁনি হাযির-নাযির নন। উদাহরণ সরূপ একটি ঘটনা নিম্নে উপস্থাপন করছি–

- পঞ্চম হিজরীতে গাযওয়ায়ে বনু মুস্তালিক থেকে প্রত্যাবর্তন কালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথি মধ্যে এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করলেন। শেষ রাত্রে আবার যাত্রা শরু কররেন। ঘটনাক্রমে হযরত আয়েশা রা. কে একাকি রেখে সকলেই চলে আসলেন। হযরত আয়েশা রা. হযরত সফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রা. এর সাথে পরে এসে কাফেলায় মিলিত হলেন। এতে মুনাফিকরা তাদের উপর যিনার অপবাদ লাগিয়ে দিলো। যার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মন:ক্ষুণ্ন হলেন। একমাস পর্যন্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কালাতিপাত করলেন। এরপর ওহির মাধ্যমে বিষয়টির সমাধান হলো। হযরত আয়েশা রা. নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে অপবাদ থেকে মুক্তি পেলেন। (সূরা নূর আয়াত ১১,তাফসিরে ইবনে কাছির ৬/১৯, জালালাইন শরিফ ১/৪৫৮, আসবাবু নুযুলিল কুরআন ১/১১৪)।

  এখন কথা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি হাযির-নাযির হতেন, তাহলে সমাধানের জন্য ওহির অপেক্ষারও প্রয়োজন ছিলো না এবং মন:ক্ষুণ্ন হওয়ারও কোনো বিষয় ছিলো না; বরং অপবাদের কথা

শুনার সাথে সাথেই বলে দিতে পারতেন যে, ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। কারণ আমি তো হাযির-নাযির, সব জায়গায় বিরাজমান। আমি যেমন তোমাদের সাথে ছিলাম তেমনি হযরত আয়েশা ও সফওয়ান ইবনে মুআত্তাল রা. সাথেও ছিলাম। আমি দেখেছি যে, তারা এই ধরনের কোনো অপকর্মে লিপ্ত হয়নি। সুতরাং ঘটনা পুরাই মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অতএব তোমরা হদ্দে কযফ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। অথচ ওহি না আসা পর্যন্ত এ মিথ্যা অপবাদের কোনো সমাধান হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিতে পারলেন না। এতেও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযির-নাযির নন। এরূপ অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাযির-নাযির নন।

কিন্তু রেজভী ভাইয়েরা একদিকে আল্লাহ তা'আলাকে হাযির-নাযির বলতে নারাজ। অপর দিকে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাযির-নাযির সাজাবার শির্‌কি চক্রান্তে লিপ্ত। যেমন রেজভী দলের বিশিষ্ট নেতা তথাকথিত মুফতী আহমদ ইয়ার খান তার "জা-আল হক" নামক পুস্তকে লেখেন- "আল্লাহ্‌কে হাযির-নাযির বললে বদদ্বীন হবে। হাযির-নাযির হওয়া একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরই শান"। (না'উযু বিল্লাহ)

আবার সিরাজনগর রেজভী তার "হাযির-নাযির" নামক পুস্তিকার ৮ নং পৃষ্ঠায় লেখেন- "বিশ্বজগতের সব কিছু যার ক্ষমতার আওতাভুক্ত, যিনি কাছের ও দূরের আওয়াজ শুনতে পান, কিংবা একই সময়ে সবর্ত্র পরিভ্রমণ করতে পারেন, করে থাকেন, দূর-দূরান্তে সকলের অভাব পূরণে যিনি সক্ষম, তিনিই হাযের ও নাযের। আর ইহা আল্লাহ তা'আলার পিয়ারা হাবীবের একটি গুণ।" (না'উযু বিল্লাহ) কত বড় শিরকি কথা এটি! আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এই রূপ শিরকি আক্বিদা-বিশ্বাস থেকে হেফাজত করুন আমীন ॥

• প্রচলিত মিলাদে কিয়াম করা বিদ'আত ও নাজায়েয

পৃথিবীর সমস্ত মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির এবং হক্বপন্থী সকল 'উলামায়েকেরাম মিলাদে কিয়াম করা বিদ'আত ও নাজায়েয বলেন ।

তার প্রমাণ : ১ নং প্রমাণ–

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ لاَ تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا

(سنن أبي داود ٧٧٩/٢ رقم الحديث ٥٢٣٠- باب فِي قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ ؛ مسند أحمد ٥١٥/٣٦, رقم الحديث-٢٢١٨١ ؛مشكوة شريف ١٧/٣ رقم الحديث-٤٧٠٠ باب القيام ؛ مصنف ابن أبي شيبة-٢٣٣/٥, رقم الحديث ٢٥٥٨١ باب في الرجل يقوم للرجل إذا رآه ، كنز العمال ٢٥٣/٣ رقم الحديث ٢٥٤٧٤)

"হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে লাঠিতে ভর দিয়ে বের হয়ে আসলেন তখন আমরা তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলাম। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, অনারবরা একে অপরকে সম্মান করার জন্য যেভাবে দাঁড়ায় তোমরা এভাবে দাঁড়াবে না।"

(আবু দাউদ শরিফ, ২/৭৭৯, হাদিস নং ৫২৩০, মুসনাদে আহমদ শরিফ ৩৬/৫১৫, হাদিস নং ২২১৮১, মিশকাত শরিফ : খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ১৭, হাদিস নং ৪৭০০, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা-৫/২৩৩, হাদিস নং ২৫৫৮১, কানযুল উম্মাল ৩/২৫৩ হাদিস নং ২৫৪৭৪)

২ নং প্রমাণ–

عن أنس قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه

(سنن الترمذى ٩٠/٥- رقم الحديث ٢٧٥٤ باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل ؛ الشمائل المحمدية للترمذي ٢٧٦/١ رقم الحديث ٣٣٦ باب ما جاء في تواضع رسول الله ، مشكوة شريف ١٧/٣ رقم الحديث ٤٦٩٨ باب القيام ؛ مصنف ابن أبي شيبة-٢٣٤/٥, رقم الحديث ٢٥٥٨٣ باب في الرجل يقوم للرجل إذا رآه ،مسند أحمد ٣٥٠/١٩ و ٢٢٦/٢١ رقم الحديث ١٢٣٤٥ و ١٣٦٢٣ ، كنز العمال ٣٦٥/٣٨ رقم الحديث ١٨٦٥٠)

"হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবায়েকেরামের নিটক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিলো না। অথচ তাঁরা যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতেন তখন তাঁরা কিয়াম তথা দাঁড়াতেন না। কারণ তাঁরা জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে পছন্দ করেন না।"

(তিরমিযি শরিফ ৫/৯০, হাদিস নং ২৭৫৪, শামায়েলে তিরমিযি ১/২৭৬ হাদিস নং ৩৩৬, মিশকাত শরিফ : খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ১৭, হাদিস নং ৪৬৯৮, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা-৫/২৩৪, হাদিস নং ২৫৫৮৩, মুসনাদে আহমদ ১৯/৩৫০ ও ২১/২২৬ হাদিস নং ১২৩৪৫ ও ১৩৬২৩; কানযুল উম্মাল ৩৮/৩৬৫, হাদিস নং ১৮৬৫০)

৩ নং প্রমাণ–

عن أبي مجلز قال خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال اجلسا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار وفي الباب عن أبي أمامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

(سنن الترمذى– ٥/٩٠ رقم الحديث–٢٧٥٥ باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل ؛ سنن أبي داود ٢/٧٧٩, رقم الحديث ٥٢٢٩ باب في قيام الرجل للرجل؛ مشكوة المصابيح ٣/١٧ رقم الحديث–٤٦٩٩ باب القيام؛ مصنف ابن أبي شيبة–٥/٢٣٤, رقم الحديث ٢٥٥٨٢ باب في الرجل يقوم للرجل إذا رآه ؛ كنز العمال ٣/٢٣٦, رقم الحديث ٢٥٣٨٧, مسند أحمد ٢٨/١٢١, رقم الحديث–١٦٩١٨)

"হযরত আবু মিজলাজ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) বের হলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রা. ও ইবনে সফওয়ান রা. তাঁকে দেখে (তাঁর সম্মানার্থে) দাড়িয়েগেলেন। তখন তিনি বল্লেন, তোমরা বসো, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যার সম্মানার্থে লোকেরা দাঁড়ালে সে খুশি হয়, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নেয়।" (তিরমিযি শরিফ ৫/৯০ হাদিস নং ২৭৫৫, আবু দাউদ শরিফ : হাদিস নং ৫২২৯, মিশকাত শরিফ : খন্ড নং ২, পৃষ্ঠা নং ৪০৩, হাদিস নং ৪৬৯৯, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা-৫/২৩৪, হাদিস নং ২৫৫৮২, কান্যুল উম্মাল ৩/২২৬, হাদিস নং ২৫৩৮৭, মুসনাদে আহমদ শরিফ ২৮/১২১, হাদিস নং ১৬৯১৮)

উপরোক্ত হাদিস তিনটির প্রথমটিতে দেখা গেলো, সাহাবায়েকেরাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভাগমনে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তুরাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অনারবদের কাল্চার হওয়ার কারণে তাঁদেরকে এটা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় হাদিসে দেখা যায়, সাহাবায়েকেরাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সব চেয়ে বেশী ভালো বাসতেন; এতদসত্ত্বেও তাঁরা তাঁর সাক্ষাতে কিয়াম তথা দাঁড়াতেন না। তার কারণ, একমাত্র এটাই যে, তিনি এটাকে পছন্দ করতেন না। সুতরাং নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় জীবদ্দশায় যা পছন্দ করেন নাই, তা ইন্তিকালের পর পছন্দ করবেন কোন যুক্তিতে?

তৃতীয় হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, যার সম্মানার্থে লোকেরা দাঁড়ালে সে খুশি হয়, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নেয়। অথচ এ সবগুলো হাদিসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর সাক্ষাতে দাড়ানোর ব্যাপারে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করতে নিষেধ করেছেন, তিনি এটাকে পছন্দ করতেন না, আর যারা এটাকে পছন্দ করবে তারা জাহান্নামী। সুতরাং মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসাক্ষাতে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়ানোর তো কোনো প্রশ্নই আসে না, যা প্রচলিত মিলাদ অনুষ্ঠানে করা হয়ে থাকে। কাজেই রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপছন্দনীয় ও নিষিদ্ধ কাজকে ফরজ বলা বা সুন্নী হওয়ার নিদর্শন সাব্যস্ত করা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ছাড়া আর কী হতে পারে ?

- **নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরী না নূরের তৈরী ?**

এ ব্যাপারে রেজভীদের বিশ্বাস হলো- নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরী নন; বরং নূরের তৈরী। তারা আরো বলে যে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ নন, তিনি আল্লাহর একটি নূর, যা শুধু মানবাকৃতি ধারণকারী। বাস্তবে তিনি মানুষ নন। আল্লাহ পাকই তাঁর আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। আহাদ ও আহমদের মাঝে শুধু মাত্র একটি মীমের পার্থক্য। এ ছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষ বললে বে-আদবী হবে। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষ বললে কুফ্রি হবে।

(আহমদ ইয়ার খান রচিত, জা-আল হক পৃঃ ২৭৮-২৭৯; আকবর আলী রেজভী রচিত, ঈমান ভান্ডার ১/৭; ইফতেলাফে উম্মত আওর সীরাতে মুস্তাকিম পৃঃ নং ৩৭)

অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই বলেন-

(১) قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (سورة الإسراء-٩٣)

"হে রাসূল! আপনি বলে দিন, আমার রব (শিরক থেকে) পবিত্র। আমি তো মানুষ রাসূল ছাড়া কিছুই নই।" (সূরা-বনি ইসরাইল, আয়াত নং ৯৩)

(২) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ (سورة الكهف-١١٠)

"হে রাসূল! আপনি বলে দিন, নিশ্চয় আমি তোদের মতই একজন মানুষ। আমার নিটক ওহি অবতির্ণ হয় এই মর্মে যে, তোমাদের মা'বুদই একমাত্র মা'বুদ।" (সূরা-ক্বাহাফ আয়াত নং ১১০)

হাদিস শরিফে রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেন-

(৩) إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي...

(صحيح البخاري ١/١٥٦ رقم الحديث ٣٩٢ باب التوجه نحو القبلة حيث كان، صحيح مسلم ٢/٨٤ رقم الحديث ١٣٠٢-١٣١١-١٣١٢-١٣١٣ باب السهو في الصلاة والسجود له،)

নিশ্চয় আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমিও ভুলে যায় যেমন তোমরা ভুলে যাও। সুতরাং আমি ভুলে গেলে তোমরা আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়ো" (সহিহ্ বুখারি শরিফ খন্ড নং ১/১৫৬, হাদিস নং ৪০১, সহিহ্ মুসলিম শরিফ ২/৪২ হাদিস নং ১৩০২,১৩১১, ১৩১২ ও ১৩১৩, সাহু সেজদার অধ্যায়)

(৪) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ

(مسند احمد ١٢/٢٦٢ رقم الحديث ٧٣١١، صحيح مسلم ٨/٢٦رقم الحديث ٦٧٩٢ باب مَنْ لَعَنَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم...)

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় আমি মানুষ, আমি রাগান্বিত হই যেমন অন্যান্য মানুষ রাগান্বিত হয়।"(মুসনাদে আহমদ ১২/২৬২, হাদিস নং ৭৩১১; মুসলিম শরিফ ৮/২৬, হাদিস নং ৬৭৯২)

(৫) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَبَسَطَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيُّ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ شَتَمْتُ أَوْ آذَيْتُ فَلَا تُعَاقِبْنِي فِيهِ

(مسند احمد ٤٣/٢٨٥ رقم الحديث ٢٦٢٣٢ انظر ايضا رقم الحديث ٢٥٤٦٩ و ٢٥٢٦٥ و٢٥٠١٦ و ٢٤٧٦٤ و ٢٣٧٩٣)

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুঙ্গি এবং চাদর পরিধান করে আমার গৃহে প্রবেশ করলেন। অতপর কেবলা মূখী হয়ে হাত উত্তোলন করে দু'আ করলেন- "হে আল্লাহ! আমিতো এক জন মানুষ- যদি তোমার কোনো বান্দাকে গালি দিয়ে থাকি অথবা কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে আমাকে তুমি শাস্তি দিও না।" (মুসনাদে আহমদ খন্ড নং ৪৩, পৃষ্ঠা নং ২৮৫ হাদীস নং ২৬২৩২, ২৫৪৬৯, ২৫২৬৫, ২৫০১৬, ২৪৭৬৪, ২৩৭৯৩)

(৬) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم انا بشر فأي المسلمين لعنته أو شتمته أو جلدته فاجعلها له صلاة ورحمة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة إسناده صحيح

(سنن الدارمي٢/٤٠٦ رقم الحديث ٢٧٦٥ باب في قول النبي صلى الله عليه و سلم أيما رجل لعنته أو سببته)

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আর মধ্যে বল্লেন, হে আল্লাহ! আমি এক জন মানুষ। যে কোনো মুসলমানকে (কোনো কারণে) যদি আমি অভিসম্পাত করে থাকি অথবা গালি দিয়ে থাকি অথবা প্রহার করে থাকি তাহলে আমার এ অভিসম্পাত, গালি ও প্রহারকে তার জন্য রহমত, করুণা ও কিয়ামতের দিন তোমার নৈকট্য লাভের উপায় বানাও। ইমাম দারমী রহ. বলেন, এই হাদীসের সনদ সহীহ্"। (সুনানে দারমী ২/৪০৬ হাদিস নং ২৭৬৫)

(৭) عن زيد بن أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنما انا بشر يوشك ان يأتيني رسول ربي فأجيبه الخ إسناده صحيح

(سنن الدارمي ٢/٥٢٤ رقم الحديث ٣٣١٦ باب فضل من قرأ القرآن، مسند احمد ١١/٣٢ رقم الحديث ١٩٢٦٥ السنن الكبرى للبيهقي ١٤٨/٢ و ٣٠/٧ و ١١٣/١٠، رقم الحديث ٢٩٧١ ،١٣٦١٩ و٢٠٨٣٢ باب بَيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ الَّذِينَ هُمْ آلُهُ و باب بَيَانِ آلِ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم و باب مَا يَقْضِي بِهِ الْقَاضِي وَيُفْتِي بِهِ الْمُفْتِي.، صحيح مسلم ٧/ ١٢٢ رقم الحديث ٦٣٧٨ باب مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنه - مشكوة المصابيح ٣٣٨/٣ رقم الحديث ٦١٣١ اب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه و سلم)

"হযরত জায়েদ বিন আরকাম রা. থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ভাষণ দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন। অতপর আল্লাহর তা'আলার হামদ্ ও ছানা বর্ণনা করার পর বল্লেন, হে লোক সকল! নিশ্চয় আমি কিন্তু মানুষ। অচিরেই আমার প্রতিপালকের বিশেষ দূত (মালাকুল মওত) আমার নিকট আসবে। আমি তার ডাকে সাঁড়া দিয়ে চলে যাবো। ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আদ-দারমী (মৃত ২৫৫হিঃ) বলেন, এই হাদিসের সনদ সহিহ্।"

(সুনানে দারমী ২/৫২৪, হাদীস নং ৩৩১৬; মুসনাদে আহমদ ৩২/১১, হাদীস নং ১৯২৬৫, সুনানুল কুবরা লিল্ বায়হাকী ২/১৪৮; ৭/৩০ ও ১০/১১৩ হাদিস নং ২৯৭১, ১৩৬১৯, ২০৮৩২, সহিহ্ মুসলিম শরিফ ৭/১২২, হাদিস নং ৬৩৭৮, মিশকাত শরিফ ৩/৩৩৮, হাদিস নং ৬১৩১)

(৮) ثم قال يا أيها الناس إنما أنا بشر رسول

(موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي١/١٧٠، السنن الكبرى للبيهقي ٣٣٩/٣ رقم الحديث ٦٥٨٨ باب الخطبة بعد صلاة الكسوف)

"অতপর বল্লেন, হে লোক সকল! নিশ্চয় আমি মানুষ রাসূল।" (মাওয়ারিদুয্ যাম'আন ১/১৭০, সুনানুল কুবরা লিল্ বায়হাকী ৩/৩৩৯, হাদীস নং ৬৫৮৮)

(٩) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

(صحيح البخاري ٨٦٧/٢ رقم الحديث ٢٣٢٦-باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه وانظر ايضا رقم الحديث ٦٥٦٦ باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت...، و٦٧٤٨ باب موعظة الإمام للخصوم... ،و ٦٧٥٩ باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه... ،و ٦٧٦٢ باب القضاء في كثير المال وقليله ،، صحيح مسلم ١٢٩/٥ رقم الحديث ٤٥٧٢ باب الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ. ،، مشكوة المصابيح ٣٥٦/٢ رقم الحديث ٣٧٦١ باب الأقضية والشهادات)

"হযরত উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত–তিনি বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- নিশ্চয়ই আমি মানুষ ।"

(সহিহ্ বুখারি শরিফ ২/৮৬৭ হাদিস নং ২৩২৬, ৬৫৬৬, ৬৭৪৮, ৬৭৫৯ ও ৬৭৬২, সহিহ্ মুসলিম শরিফ ৫/১২৯, হাদিস নং ৪৫৭২, মিশকাত শরিফ ২/৩৫৬, হাদিস নং ৩৭৬১)

(١٠) فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر

(صحيح مسلم ٩٥/٧ رقم الحديث ٦٢٧٦ باب وُجُوبِ امْتِثَالِ مَا قَالَهُ شَرْعًا دُونَ مَا ذَكَرَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ مَعَايِشِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ الرَّأْيِ.، مشكوة المصابيح ٣٢/١ رقم الحديث ١٤٧ باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

"অতপর বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল্লেন, "নিশ্চয় আমি এক জন মানুষ মাত্র। যখন আমি তোমাদেরকে দ্বীনি কোনো বিষয়ে নির্দেশ দেই তখন তোমরা তা নির্দিধায় গ্রহণ করো আর যখন আমার নিজের থেকে (দুনিয়াবী কোন বিষয়ে) নির্দেশ দেই তাহলে তো আমি একজন মানুষ" (সহিহ্ মুসলিম শরিফ ৭/৯৫ হাদিস নং ৬২৭৬, মিশকাত শরিফ ১/৩২ হাদিস নং ১৪৭)

(٩) عن عمرة ، قالت : قيل لعائشة : ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ؟ قالت كان بشرا من البشر ، يفلي ثوبه ، ويحلب شاته ، ويخدم نفسه

(الشمائل المحمدية للترمذي ٣٨٣/١ رقم الحديث ٣٤٣ باب ما جاء في تواضع رسول الله. . ، مسند احمد ٢٦٣/٤٣ رقم الحديث ٢٦١٩٤، مشكوة المصابيح ٢٦٥/٣ رقم الحديث ٥٨٢٢ باب في أخلاقه وشمائله صلى الله عليه و سلم)

"হযরত আমরা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রাঃ কে জিঙ্গাসা করা হলো, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়ীতে কি কি কাজ করতেন? তখন তিনি বল্লেন- "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতির মধ্য থেকে একজন মানুষ ছিলেন। তিনি নিজ কাপড়ের উকুন বাছতেন, বকরী দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন।" (শামায়েলে তিরমিযি ১/৩৮৩ হাদিস নং ৩৪৩, মুসনাদে আহমদ ৪৩/২৬১৯৪, মিশকাত শরিফ খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ২৬৫, হাদিস নং ৫৮২২)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদিস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ। ফেরেস্তা, জ্বিন কিংবা অন্য কোন মাখলুক

নন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মোবারক নূরের তৈরী নয় বরং মানব জন্মের প্রাকৃতিক ধারা অনুসারেই নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সৃষ্টি হয়েছে। আর মানব সৃষ্টি সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (سورة ص ٧١)

"স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেস্তাদেরকে বল্লেন- আমি মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করবো।" (সূরা- ছদ, আয়াত নং ৭১)

অন্যত্র ইরশাদ করেন-

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا (سورة المؤمن/الغافر ٦٧)

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতপর শুক্রবিন্দু দ্বারা, এরপর জমাট রক্ত দ্বারা, তারপর তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করেন। এরপর তোমরা যৌবনে পদার্পন করো, তারপর বার্ধক্যে উপনিত হও।" (সূরা-আল মু'মিন/গাফের আয়াত নং ৬৭)

এ সব আয়াতে সামগ্রিকভাবে মানব সৃষ্টির ধারা বর্ণিত হয়েছে। আর নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ».

وفي رواية للترمذي إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح..

(صحيح مسلم ٥٨/٥ رقم الحديث ٦٠٧٧ باب فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، سنن الترمذى ٥٨٣/٥ رقم الحديث ٣٦٠٥ باب في فضل النبي صلى الله عليه و سلم، مشكوة المصابيح ٢٤٨/٣ رقم الحديث ٥٧٤٠ باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه)

"আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাইল আ. এর বংশধর থেকে কিনানাকে মনোনীত করেছেন। আর কিনানার বংশধর থেকে কুরাইশকে, কুরাইশের বংশধর থেকে বনি হাশিমকে আর বনি হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।"

আর তিরমিযি শরীফের রেওয়ায়েতে আছে- আল্লাহ তা'আলা হযরত ইব্রাহিম আ. এর বংশধর থেকে হযরত ইসমাইল আ. কে মনোনীত করেছেন। আর হযরত ইসমাইল আ. এর বংশধর থেকে বনি কিনানাকে মনোনীত করেছেন। আর বনি কিনানার বংশধর থেকে কুরাইশকে, কুরাইশের বংশধর থেকে বনি হাশিমকে আর বনি হাশিম থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন। ইমাম তিরমিযি রহ. বলেছেন, হাদিসটি হাসান সহিহ্। (সহিহ্ মুসলিম শরিফ ৫/৫৮ হাদিস নং ৬০৭৭, তিরমিযি শরিফ ৫/৫৮৩ হাদিস নং ৩৬০৫, মিশকাত শরিফ ৩/২৪৮ হাদিস নং ৫৭৪০)

- عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي ٣٩٥/٨ رقم الحديث ١٣٨٢١ باب في كرامة أصله صلى الله عليه و سلم , معجم الطبراني الكبير ٢٦٣/١٠ رقم الحديث ١٠٨١٢ نصب الراية ٤٢٦/٤)

- وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي".

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين الهيثمي ٣٩٥/٨ رقم الحديث ١٣٨٢١ و ١٣٨٢٠, باب في كرامة أصله صلى الله عليه و سلم ، المعجم الأوسط للطبراني ٨٠/٥ رقم الحديث ٤٧٢٨ (من اسمه عبد الرحمن))

- قال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شئ

(الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي ١٠٣/٢ رقم الحديث ٣٩٠٣ - كنز العمال, رقم الحديث ٣١٨٦٨- ٣١٨٧٢، ٣٢٠١٧، ٣٢٠١٥، ٣٢٠١٦)

- قال إنما خرجت من نكاح لم أخرج من سفاح من لدن آدم لم يصبني سفاح الجاهلية

(مصنف ابن أبي شيبة ٣٠٣/٦ رقم الحديث ٣١٦٤١ باب ما أعطى الله تعالى محمدا صلى الله عليه و سلم)

"হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত আলী প্রমুখ সাহাবি (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবি কারিম (সঃ) ইরশাদ করেন- "আমার জন্ম বিবাহের মাধ্যমে হয়েছে। কোনো অবৈধ পন্থায় নয়। আদম (আঃ) থেকে নিয়ে আমার মাতা-পিতা পর্যন্ত সমস্ত স্তর বৈধ বিবাহ-বন্ধনের মাধ্যমেই চলে আসছে। জাহিলিয়্যাতের কোনো অবৈধ পদ্ধতি আমাকে স্পর্শ করেনি। পবিত্র ও বৈধ পদ্ধতিতেই আমার জন্ম হয়েছে।" (মাজমাউয্যাওয়যেদ লিল্ হাইছামী ৪/৩৯৫ হাদিস নং ১৩৮২১ ও ১৩৮২০; মু'জামুল আওসাত লিত্তাবরানী ৫/৮০ হাদিস নং ৪৭২৮; আল জামিউস সগির লিস্ সুয়ুতি ২/১০৩ হাদিস নং ৩৯০৩; কান্যুল উম্মাল হাদিস নং ৩১৮৬৮ থেকে ৩১৮৭১ ও ১৩০১৬ থেকে ১৩০১৭, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ ৬/৩০৩ হাদিস নং ৩১৬৪১)

পূর্বোক্ত আয়াত ও হাদিস সমূহ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, মানব প্রজন্মের প্রাকৃতিক ধারা অনুসারেই নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম হয়েছে। নূর থেকে নয়। এইজন্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সুপ্রসিদ্ধ আক্বায়েদ শাস্ত্র, শরহুল আক্বাইদ আন্নানাসাফিয়্যাতে রাসূলের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে যে-

الرسول انسان بعثه الله تعالى الى الخلق لتبليغ الاحكام (شرح العقائد النسفية ١٤)

"রাসূল ঐ মানুষকে বলা হয়, যাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের নিকট পাঠান তাঁর বিধি-বিধান পৌঁছানোর জন্য। (শরহে আক্বাইদ আন নাসাফী পৃষ্ঠা নং ১৪)

তবে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাটির তৈরী মানুষ বল্লে তাঁর মর্যাদা মাটির তৈরী অন্য সব মানুষের সমান হয়ে যাবে এ যুক্তি ভুল। যেমন একটি দেশের প্রেসিডেন্টও মাটির তৈরী মানুষ এবং সে দেশের মুচি-মেথরও মাটির তৈরী মানুষ। তাই বলে প্রেসিডেন্ট আর মুচি-মেথরের মর্যাদাকে কোনো গন্ড মূর্খও সমান মনে করে না।

- **নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সহিহ্ আক্বিদা-বিশ্বাস হলো-**

রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তাগতভাবে বাশার তথা মাটির তৈরী মানুষ হলেও গুণাবলী, উৎকৃষ্ট কামালাত ও সিফাতের কারণে তিনি অদ্বিতীয় ও নজীরবিহীন। তিনি হচ্ছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। হযরত

মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবী (রহঃ) " ইখতিলাফে উম্মত ও সিরাতে মুস্তাক্বিম" গ্রন্থের ৩৬ নং পৃষ্ঠায় লেখেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমাদের আক্বিদা-বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, **রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ মানুষ নন; বরং মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বোত্তম সত্তা। তিনি কেবল আদম (আঃ) এর সুযোগ্য বংশধরই নন; বরং আদম ও আদম সন্তানদের গর্বের ধন ও শিরমণি।** তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজেই ইরশাদ করে বলেন-

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر

(مشكوة المصابيح ٣/ ٢٥٢ و ٢٤٨ رقم الحديث ٥٧٦١ و ٥٧٤١ باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، سنن الترمذى ٣٠٨/٥ و ٥٤٧ رقم الحديث ٣١٤٨ و ٣٦١٥ باب ومن سورة بني إسرائيل و باب في فضل النبي صلى الله عليه و سلم، صحيح مسلم ٥٩/٧ رقم الحديث ٦٠٧٩ باب تَفْضِيلِ نَبِيِّنَا -صلى الله عليه وسلم- عَلَى جَمِيعِ الْخَلاَئِقِ.، سنن أبي داود ٦٣٠/٢ رقم الحديث ٤٦٧٣ باب فِى التَّخْيِيرِ بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، سنن ابن ماجة ١٤٤٠/٢ رقم الحديث ٤٣٠٨ باب ذكر الشفاعة)

"ক্বিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানদের সরদার হবো আর এটা আমি অহংকার করে বলছি না।"

(মিশকাত শরিফ খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ২৫২ ও ২৪৮, হাদিস নং ৫৭৬১ ও ৫৭৪১, তিরমিযি শরিফ ৫/৩০৮ ও ৫৪৭, হাদিস নং ৩১৪৮ ও ৩৬১৫, মুসলিম শরিফ ৭/৫৯ হাদিস নং ৬০৭৯, আবু দাউদ শরিফ ২/৬৩০ হাদিস নং ৪৬৭৩, ইবনে মাজা ২/১৪৪০ হাদিস নং ৪৩০৮)

এই জন্য সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষ হওয়া শুধু তাঁর জন্যই নয়; বরং সমগ্র মানব জাতি ও ইনসানের জন্য অনন্য, অসাধারণ গৌরব গাঁথা ও কীর্তি হওয়ার পাশাপাশি ফেরেস্তাকুলের ঈর্ষার কারণও বটে।

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানুষ না বলা- এটা কাফের-মুশরিকদের ন্যাচার, কোন মু'মিন-মুসলমানের নয়। যেমন সূরা-বনি ইসরাইলের ৯৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُّؤْمِنُوْا إِذْ جَاءهُمُ الْهُدى إِلاَّ أَنْ قَالُوْا أَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَّسُوْلاً

(سورة بنى اسرائيل: ٩٤)

"এসব লোকদের নিকট হেদায়েত (বা পথ প্রদর্শনকারী) পৌছার পরও তারা শুধু একথা বলেই ঈমান আনায়ন করা থেকে বিরত রইল যে, "আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল হিসাবে পাঠিয়েছেন?" সুতরাং রাসূল মানুষ হতে পারে না এটা ঈমানদারদের উক্তি নয়; বরং বে-ঈমানদের উক্তি।

পরিশেষে বলতে চাই, রেজভী ভাইদের কথা অনুযায়ী নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাটির তৈরী মানুষ বললে যদি বে-আদবী এবং কুফ্‌রী হয় তাহলে তাদের 'আ'লা হযরত' আহমদ রেজাখানকেও বে-আদব ও কাফের বলতে হবে, কারণ তিনিও নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাটির তৈরী মানুষ বলে স্বীকার করেছেন। বিশ্বাস যদি না হয় তাহলে আহমদ রেজাখান রচিত "আস্ সাানয়্যাতুল আনিকা ফি ফত্ওয়ায়ে আফ্রিকা" নামক গ্রন্থের ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠা খুলে দেখুন, সেখানে আহমদ রেজাখান স্বয়ং নিজেই লেখেছেন "মানুষের মধ্যে যেখানের মাটি আছে সেখানেই তার দাফন হবে। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহ যে মাটির তৈরী, সেই মাটির দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)ও তৈরী।"

উপরোক্ত লেখুনির দ্বারা রেজভী ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ রেজাখানও সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করে নিয়েছেন যে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারক মাটির তৈরী। সুতরাং নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাটির তৈরী মানুষ বললে যদি বে-আদবী এবং কুফ্‌রী হয় তাহলে তাদের ফতওয়া অনুযায়ী তাদের 'আ'লা হযরত' আহমদ রেজাখান কি হবে? এ বিচারের ভার সম্মানিত পাঠকবৃন্দের উপর ছেড়ে দিয়ে আজকের মতো এভানেই শেষ করছি.....

বিনয়াবনত

মুফতী আব্দুল হাই নাটোরী

০৩-১১-২০১৫ইং

২০১৫/১১/৩

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল কুরআনুল কারীম
২. বুখারি শরিফ (দারে ইবনে কাসির বাইরূত)
৩. মুসলিম শরিফ (দারুল জিল বাইরূত/দারুল আফাকিল জাদিদাহ বাইরূত)
৪. তিরমিযি শরিফ (দারু ইহ্ইয়ায়িত তুরাছিল আরবি বাইরূত)
৫. শামায়েলে তিরমিযি (মুয়াস্সাতুল কুতুবিছ্ ছাকাফিয়্যাহ বাইরূত)
৬. আবু দাউদ শরিফ (দারুল ফিকের বাইরূত)
৭. ইবনে মাজা শরিফ (দারুল ফিকের বাইরূত)
৮. মিশকাত শরিফ (মাকতাবাতুল ইসলামি বাইরুত) তাহকিক : আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী
৯. মুসনাদে আহমদ (মুয়াস্সাতুর রিসালাহ)
১০. কান্যুল উম্মাল
১১. মুছান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (মাকতাবাতুর রুশদ রিয়াদ)
১২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ (দারুল ফিকের বাইরূত)
১৩. সুনানে বায়হাকী (মাজলিসে দায়েরাতুল মা'আরেফ...হায়দারাবাদ, ভারত)
১৪. সুনানে দারমী (দারুল কিতাবিল আরবি বাইরূত)
১৫. আত্ তারগিব ওয়াত তারহিব (দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ বাইরূত)
১৬. দালায়িলুন্নুবুওয়াহ লিল বায়হাকী (মাওকা'আ জামিউল হাদিস)
১৭. আল-মু'জামুল আওসাত লিত্ তাবরানী (দারুল হারামাইন, আল কাহেরা, মিশর)
১৮. শুয়াবুল ঈমান লিল্ বায়হাকী (দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ বাইরূত)
১৯. নাওয়াদিরুল উসুল (দারুন নাশরে/ দারুল জিল বাইরূত)
২০. তাফসিরে ইবনে কাছির (দারুত তয়্যিবাহ লিন নশরে ওয়ত তাওযি)
২১. তাফসিরে রুহুল মা'আনী (দারু ইহ্ইয়ায়িত তুরাছিল আরবি বাইরূত)
২২. তাফসিরে জালালাইন শরিফ (দারুল হাদিস আল কাহেরা, মিশর)
২৩. তাফসিরে দুররে মানছুর (দারুল ফিকের বাইরূত)
২৪. ফি জিলালিল কুরআন (মাওকাউত তাফাসির)
২৫. তাফসিরুল বাগবী (দারুত তয়্যিবাহ লিন নশরে ওয়ত তাওযি)
২৬. তাফসিরে কুরতুবী (বাইরূত)
২৭. আস্বাবু নুযূলিল আয়াত (দারুল বায মক্কা মুকার্‌রমাহ)
২৮. আসবাবু নুযুলিল কুরআন (মাওকাউল ওয়ার্‌রাক)
২৯. মাওয়ারিদুয্ যাম'আন (মাওকা ইয়া'সুব)
৩০. মু'জামে তাবরানী কাবীর
৩১. নসবুররাইয়া (দারুল হাদিস আল কাহেরা, মিশর)
৩২. আল জামিউছ ছগীর লিস্ সুয়ুতী (দারুল ফিকের বাইরূত)
৩৩. তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবি (মাওকাউল ওয়ার্‌রাক)
৩৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (মাকতাবাতুল মা'আরেফ বাইরূত)
৩৫. ত্ববকাতে ইবনে সা'দ (দারে সাদের বাইরূত)
৩৬. শরহে আক্বাইদ আন নাসাফী (মতন) হামিদিয়া লাইব্রেরী ঢাকা।
৩৭. আল মিনহাজুল ওয়াজেহ/রাহে সুন্নাত (দারুল কিতাব দেওবন্দ)
৩৮. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম লি ইবনে রজব হাম্বলী (দারুল মা'রেফা বাইরূত)
৩৯. ইফতেলাফে উম্মত আওর সীরাতে মুস্তাকিম (গাওছিয়া পাবলিকেশন্স ঢাকা)
৪০. মাওয়ায়েজে ওলিপুরী
৪১. সুন্নাত ও বিদ'আত -মুফতী শফী রহ.
৪২. ফরহাঙ্গে জাদীদ
৪৩. মাকতাবায়ে শামেলা ইত্যাদি।

লেখকের অন্যান্য বই সমূহ

- রোজার আধুনিক মাসায়িলের প্রমাণ্য সমাধান (প্রকাশের পথে)
- ভ্রান্ত মতবাদ সিরিজ-২

  লা-মাযহাবিদের সাথে রিবোধপুর্ণ মাসায়িলের প্রামাণ্য সমাধান (প্রকাশের পথে)
- ভ্রান্ত মতবাদ সিরিজ-৩

  প্রশ্ন-উত্তরে ২০ মার্কের ফেরাকে বাতেলা- ফযীলত জামাতের জন্য (প্রকাশের পথে)

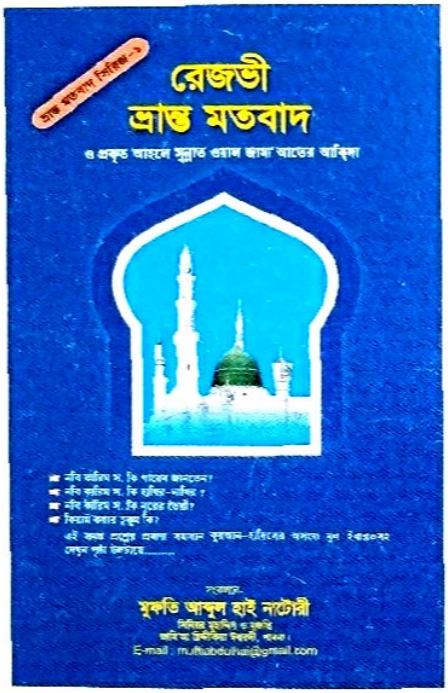

যোগাযোগ ও প্রাপ্তিস্থান

- **হাফেজ মাওঃ মোঃ আবু সাঈদ (গোপালগঞ্জী)**
  আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ঈশ্বরদী, পাবনা
  মোবাইল ঃ ০১৭৩৭৭৩২৬১৩৪
- **জামি'আ ছিদ্দীকিয়া ঈশ্বরদী, পাবনা**
  (ঈশ্বরদী ছিদ্দীকিয়া কওমিয়া মাদ্‌রাসা ঈশ্বরদী, পাবনা)
  মোবাইল ঃ ০১৯৩২৭৩৪৭৪৯
- **জমজম ভিলা**
  বালিয়াহালট, রাঁধানগর, পাবনা
  মোবাইল ঃ ০১৯২৬১৭৫০৭৪

বইটি নিজে পাঠ করুন এবং অপরকে পাঠ করতে দিয়ে সহযোগিতা করুন।